প্রথম আলো

তারিখ 10 JUN 2010
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সনদ বিক্রি করে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ালেখা না করিয়েই সনদ বিক্রি করছে। প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ পাস হলে এসব সনদ কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যাবে।

গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংসদ তহুরা আলীর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। মন্ত্রী জানান, আইনটি পাস হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায় করতে পারবে না। কারণ, সরকার তখন এগুলোর ওপর নজরদারি বাড়াতে পারবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গতকাল এ সংক্রান্ত বিলটি চূড়ান্ত করেছে বলে মন্ত্রী জানান।

হাফিজউদ্দিন আহমেদের প্রশ্নের উত্তরে নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, এমপিওভুক্তি খাতে সরকার যে বরাদ্দ দিয়েছে, তাতে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই অর্থবছরে এমপিওভুক্ত করা সম্ভব নয়। তবে আগামী বাজেটে অর্থ পাওয়া সাপেক্ষে যোগ্যতাসম্পন্ন বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে এমপিওভুক্ত করা হবে।

অবৈধ দখলদার সম্পর্কে এ কে এম মাইদুল ইসলামের সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খান বলেন, অবৈধ স্থাপনা ভাঙতে গেলে বাধা আসে। বলা হয়, আদালতের স্থগিতাদেশ আছে। বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁদের বন্ধু সেজে আমাদের কাছে সুপারিশ করেন।

রাজধানীর উত্তরার মাঠ দখল সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে গিয়ে কে এম খালিদ বলেন, যত গর্জে তত বর্ষে না।

এর জবাবে পূর্ত প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাঠ-ময়দান, বাড়ি-গাড়ি কেন, দখলদারেরা পায়খানা পর্যন্ত দখল করে ফেলেছে। প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, 'সাংসদ বলেছেন, যত গর্জে তত বর্ষে না। আমি এ কথার অর্থ বুঝি না। তবে এটুকু বলতে পারি, যখন গর্জেছে, বর্ষা হবেই।'

সাধনা হালদারের প্রশ্নের উত্তরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন জানান, দেশের ৬ শতাংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। যারা ভর্তি হয়, তাদের ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে ঝরে যায়। অপু উকিলের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৫৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে নারী সাক্ষরতার হার ৪৮ দশমিক ৮২ শতাংশ এবং পুরুষ সাক্ষরতার হার ৫৮ দশমিক ৪৮ শতাংশ। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হবে।